সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬০
WEEKLY BOOKLET:360

# আমীরে আহলে সুন্নাত এবং
# সৈয়দদের সম্মান

(প্রথম অংশ)

| | |
|---|---|
| সৈয়দ কাকে বলে? | ১২ |
| সৈয়দজাদার দরবারে ২৫ লাখ টাকার উপহার | ২১ |
| ৩৫ বছর পূর্বের অসিয়ত | ২৪ |
| সৈয়দ কাকে বলে? | ০৫ |



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

# আমীরে আহলে সুন্নাতের অসিয়ত

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক সৈয়দ সাহেবের ইন্তিকালের পর লেখককে কিছুটা এভাবে ওয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়েছিলেন, যা এই পুস্তিকার সাথে সামঞ্জস্যতার প্রেক্ষিতে সংযোজন বিয়োজন করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমীরে আহলে সুন্নাতের এই বার্তায় প্রতিটি আশিকে রাসূলের জন্য মহাশিক্ষা রয়েছে, মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং এটি বোঝার পর আপনার হৃদয়ের লিপিতে সংরক্ষণ করুন। তিনি বলেন: "যদি আখিরাতে নির্ভয়ে থাকতে চান তাহলে সৈয়দদেরকে ভয় করুন (অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে কোনো অনুপযুক্ত কথা বলা, শোনা এবং দেখা থেকে বিরত থাকুন) اِنْ شَآءَ الله আখিরাতে নির্ভয় হয়ে যাবেন। কিয়ামতের দিন সৈয়দদের নানাজান রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে " لَا تَحْزَنْ অর্থাৎ দুঃখ করো না" এর বার্তা পাওয়া যাবে বরং বলা হবে: আমার সন্তানদেরকে ভালোবাসা পোষণকারীরা আজ এসো! আমার রহমতের চাদরে লুকাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো! اِنْ شَآءَ الله

বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতে জায়েঙ্গে
ফুল রহমত কে ঝাড়েঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রাসূলের বংশধরদের শান ও মহত্বে অনেক পুস্তিকা, মানাকিব, বয়ান এবং অসংখ্য পংক্তি লিখেছেন। তাঁর সাহচর্যে থাকা লোকেরা এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর মাদানী মুযাকারার দর্শক শ্রোতারা প্রায়ই মাদানী চ্যানেলে দেখেছে ও শোনেছে যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিশেষত তাঁর মুরীদ এবং ভক্তদের (অর্থাৎ ভালোবাসা পোষণকারীদের) এবং সাধারণত সমস্ত মুসলমানদেরকে সৈয়দদের সম্মান ও শ্রদ্ধার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি হল যে,



www.dawateislami.net

সৈয়দদেরকে সুন্দর উপাধি দ্বারা ডাকেন, সৈয়দদের সাথে বিনয় ও নম্রতার সহিত কথা বলেন এবং যদি কিছু বিতরণ করেন এবং সৈয়দ সাহেবও উপস্থিত থাকেন, তাহলে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের তুলনায় সৈয়দ হওয়ার কারণে দ্বিগুণ প্রদান করেন বরং প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছেন যে, সৈয়দদেরকে দেয়ার ধরন এতই বিনয়ভরা হয় যে, মনে হয় যেনো "দিচ্ছেন" না বরং সৈয়দ সাহেব থেকে কিছু "নিচ্ছেন"।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সৈয়দদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার ঘটনাবলীর একটি বিশাল তালিকা (List) রয়েছে, যা এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় বর্ণনা করা কঠিন। নিয়্যত রয়েছে যে, মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উরস মোবারক ২৫ সফর শরীফের সম্মানে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় পর্ব "আমীরে আহলে সুন্নাতের সৈয়দদের প্রতি সম্মানের ঘটনাবলী" তে অন্তত ২৫টি ঘটনা বর্ণনা করবো। আল্লাহ পাক কল্যাণ ও নিরাপত্তার সহিত এর তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা সৈয়দদের আদবকারী এবং বিশ্বস্ত রাখুন, কিয়ামতে তাঁদের নানাজান রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব করো এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর প্রতিবেশী করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলে আতহার কে মাই গীত হামেশা গাওঁ
খোশ রাহে মুঝ সে তেরী আল মদীনে ওয়ালে

মদীনার বিরহ ও বকী এবং বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া প্রার্থী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ
(৮ যিলহজ্জ শরীফ ১৪৪৪হিজরী, শনিবার রাত)



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# আমীরে আহলে সুন্নাত এবং সৈয়দদের সম্মান

**খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া!** হে আল্লাহ পাক! যে কেউ "আমীরে আহলে সুন্নাত এবং সৈয়দদের সম্মান" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে কিয়ামতের দিন সৈয়দদের নানাজান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব করে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাওলা আলীকে উপদেশ

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَا عَلِيُّ! اِحْفَظْ عَنِّيْ خَصْلَتَيْنِ হে আলী! اَتَانِيْ بِهِمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ بِالسَّحَرِ وَالْاِسْتِغْفَارَ بِالْمَغْرِبِ۔ আমার কাছ থেকে দু'টি অভ্যাস মনে রেখো, যা জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমার নিকট এনেছেন: (১) সেহরীর সময় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং (২) মাগরিবের সময় অধিকহারে ইস্তিগফার করা।

**(আল কুরবাতু ইলা রাব্বিল আলামীন লি ইবনে বশকওয়াল, পৃষ্ঠা ৯০)**



www.dawateislami.net

হার মরয কি দাওয়া দরুদ শরীফ
দাফেয়ে হার বালা দরুদ শরীফ
হাজতেঁ সব রাওয়া হোয়ে উস কী
হে আজাব কিমইয়া দরুদ শরীফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## যুগের মুজাদ্দিদের কাঁধে আরোহী

পালকি[১] দরজার সামনে আনা হলো, অসংখ্য ভক্ত সাক্ষাতের আকাংখায় দরজায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো, এমন সময় অযু করে সুন্দর পোশাক পরিধান করে, মাথায় পাগড়ি শরীফের মুকুট সাজিয়ে, বড়ই জ্ঞানের প্রভাব সহকারে ঘর থেকে বাইরে আসলেন। নূরানী চেহারা থেকে নূরের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো, ভক্তদের ভিড় থেকে বের হয়ে কষ্ট করে বাহন পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ হলো, পালকিতে আরোহন করলেন এবং পালকি চলতে শুরু করলো। এখনো কয়েক কদমই চললো, ভেতর থেকে আওয়াজ এলো: "বাহন থামান।" নির্দেশ অনুযায়ী পালকি মাটিতে নামিয়ে রাখা হলো, সমাবেশে নীরবতা ছেয়ে গেলো। উদ্বেগ ও অস্থির অবস্থায় পালকি থেকে আশিকে মাহে রিসালাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং পালকি উত্তোলনকারীদেরকে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন: আপনাদেরকে আপনার নানাজান, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াস্তা! সত্যি করে বলুন, আপনাদের মধ্যে কে সৈয়দ বংশীয়? কেননা আমার ঈমানের রুচি আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

১. কাঠের তৈরি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারপাশে বন্ধ দুই দরজাবিশিষ্ট বাহনকে পালকি বলা হয়। এর সামনে এবং পেছনের দিকে মোটা ডান্ডা লাগানো থাকে, যা শ্রমিকরা তাদের কাঁধে উঠিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।



www.dawateislami.net

সুগন্ধ অনুভব করছে। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে তাদের মধ্যে একজন শ্রমিক সৈয়দজাদা দৃষ্টি নত করে, নম্র কণ্ঠে উত্তর দিলো: শ্রমিক থেকে কাজ নেওয়া হয়, বংশ জানতে চাওয়া হয় না। আপনি আমার নানাজান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াস্তা দিয়ে আমার গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়েছেন। আমি আলী ও ফাতিমার বাগানের ফুল, অন্য কোনো কাজ করতে পারি না, এই কাজ করে নিজের সন্তানদের পেট পালছি। এখনো সৈয়দজাদার কথা শেষ হয়নি, হঠাৎ সেখানে উপস্থিত লোকেরা এই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলো যে, ইসলামের এত বড় ইমাম এবং যুগের মুজাদ্দিদ তাঁর মাথা থেকে পাগড়ী শরীফ খুলে সৈয়দজাদার কদমে রেখে দিলেন, প্রকৃত আশিকের চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছিলো, হাত জোড় করে খুবই নম্র ও বিনয়ের সাথে বলতে লাগলেন: হে সম্মানিত শাহজাদা! আমার ভুল ক্ষমা করে দিন, অজ্ঞতা বশতঃ ভুল হয়ে গেছে, যাঁর পায়ের জুতো আমার মাথার মুকুট, আমি তাঁর কাঁধে আরোহন করেছি! যদি কিয়ামতের দিন আপনার নানাজান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করেন: আহমদ রযা, আমার সন্তানের কোমল কাঁধই কি ছিলো তোমার বাহনের বোঝা বহন করার জন্য, তখন আমি কি উত্তর দিবো? তখন কিয়ামতের মাঠে আমার কিরূপ অপমান হবে? অবশেষে শাহজাদা থেকে বারবার ক্ষমা করে দেওয়ার পর প্রকৃত আশিক ভালোবাসায় ডুবে আরো একটি অনুরোধ করেন যে, যেহেতু অজ্ঞতা বশতঃ আমার ভুল হয়ে গেছে তবে এখন এর কাফফারা তখনই আদায় হবে যখন আপনি পালকিতে বসবেন আর আমি আমার কাঁধে পালকি তুলে নিবো। লোকদের চোখে অশ্রু জারি শুরু হয়ে গেলো এবং কারো কারো তো চিৎকার বের হয়ে গেলো, আর হাজারো অস্বীকার করার পরও সৈয়দজাদাকে পালকিতে



www.dawateislami.net

বসতেই হলো এবং ইসলামী দুনিয়ার সেই যুগের সবচেয়ে বড় আলিম ও মুফতি বরং মুজাদ্দিদ সেই সৈয়দজাদাকে পালকিতে নিজের কাঁধে তুলে চলছিলেন। **(আনওয়ারে রযা, পৃষ্ঠা ৪১৫। জুলফ ও যঞ্জির, পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে ৭৮)**

সত্যই বলেছেন জনৈক বক্তা:

কদরে যার, যার গার, বেদানাদ
ও কদরে জাওয়াহার জাওয়াহারী

সোনার মূল্য স্বর্ণকার আর হীরার মূল্য জুহুরীই ভাল জানে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সৈয়দ সাহেবের অনুরোধে ৭ দিনে কিতাব রচনা করেন

সৈয়দ সাহেবের প্রতি সম্মানের এই একটি ঘটনাই নয় বরং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৈয়দদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সম্বলিত ঘটনাবলী অনেক পৃষ্ঠা লেখা যাবে। ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ৩ শাওয়াল শরীফ ১৩২৯ হিজরীতে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আহসান সাহেব বেরেলভী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) একটি চিঠি লিখলেন যে, আমি ১০ শাওয়াল শরীফে হজে যাচ্ছি এবং অনেক লোকও যাচ্ছে, হজের পদ্ধতি ও আদবসমূহ লিখে ছাপিয়ে দিন। সৈয়দ সাহেবের অনুরোধ পূরণ করে আশিকে মাহে রিসালত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৈয়দ সাহেবের আদেশে তাড়াহুড়ো করে (মাত্র সাত দিনে) ৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইলমী দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ ও পরিচিত পুস্তিকা “ اَنْوَارُ الْبِشَارَةِ فِيْ مَسَائِلِ الْحَجِّ وَالزِّيَارَةِ (১৩২৯ হিজরী)” (হজ ও যিয়ারতের মাসআলা সম্বলিত খুশির বসন্ত) লিখে দিলেন। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১০/৭২৫)**



www.dawateislami.net

## ফয়যানে রযা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৈয়দদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সুন্দর বৈশিষ্ট থেকে তাঁর বংশ বরং তাঁর মুরীদরা ও খলিফারাও প্রচুর অংশ পেয়েছেন। পাঠকদের আগ্রহ আরো বাড়ানোর জন্য শুধুমাত্র একজন মুরীদ ও খলিফায়ে আলা হযরত, শায়খুল আরব ওয়াল আযম, মেজবানে মেহমানানে মদীনা, কুতবে মদীনা, মুর্শিদ আমীর আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৈয়দদের সাথে সাক্ষাৎ ও সম্মানের ধরন পড়ুন:

## সায়্যিদী কুতবে মদীনা এবং সৈয়দের সম্মান

কুতবে মদীনা, হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতনীর ঘরে যখন সন্তান জন্ম হলো তখন তার নাম "ওয়ালিদ" রাখা হলো। যখন কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে দোয়া এবং বরকতের জন্য তাকে আনা হলো, তখন তিনি কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন এবং পরে তাঁর পুতির পা চুম্বন করে বলেন: সে "সৈয়দ"। কারণ তার এই নাতনী হযরত সৈয়দ সামি বরযঞ্জী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পত্নী ছিলেন। **(সায়্যিদী যিয়াউদ্দিন আহমদ কাদেরী, ১/৫৩২)**

## কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৈয়দদের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ মনোভাব

কুতবে মদীনা, হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সৈয়দদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। যখন



www.dawateislami.net

কোনো সৈয়দ সাহেব তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন কেউ জানানোর পূর্বেই হাত মিলানোর সময় সৈয়দ সাহেবের হাতে চুম্বন করে নিতেন। প্রেম ও ভালোবাসা পূর্ণ দৃশ্য দেখে তাঁর খেদমতে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা বুঝতে পারতো যে, ইনি "সৈয়দ সাহেব"।

যেনো শায়খ আব্দুল হক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে:

নাসীমে জামাল নে বুয়ে মাহবুব
আশিক কে দিমাগে মুহাব্বত মে পৌঁছায়ি

অর্থাৎ মাহবুবের সুগন্ধ সুন্দর বাতাস সত্যিকার আশিকের প্রেম ও ভালোবাসা পূর্ণ মস্তিষ্কে পৌঁছে দিলো।

## যুগের গাযালীর আদব ও সম্মান

যুগের গাযালী, হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাধা দেওয়ার পরও সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর হাত চুম্বন করতেন এবং তাঁর সম্মানের জন্য কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে যেতেন। **(সায়্যিদী যিয়াউদ্দিন আহমদ কাদেরী, ১/৫৩১)** কখনও কখনও এমন হতো যে, যুগের গাযালী এবং কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا একে অপরের হাত বরং পা চুম্বন করাতে একে অপরের উপর অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতেন।

তেরি নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

**(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৪৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

# কামিল মুরীদ কামিল পীরের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে

আসলে এই মহান ব্যক্তিদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, "যেমন পুত্র পিতার গোপনীয়তা হয়" তেমনি কামিল মুরীদ কামিল পীরের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে। যখন পীর ও মুর্শিদ রাসূলের বংশকে এত সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন, তখন কামিল মুরীদের মধ্যে পীর ও মুর্শিদের এই গুণের প্রভাব অবশ্যই প্রতিফলিত হবে এবং মুরীদে কামিল তাঁর পীর ও মুর্শিদের পথ অনুসরণ করে সৈয়দদের মর্যাদার যথাযথ খেয়াল রাখবে, কেননা সে তাঁর পীর ও মুর্শিদের খলিফা বা ওকিল ঐ অবস্থাতেই হবে, যখন আপন পীর ও মুর্শিদের আচার আচরণ, কর্ম, নৈতিকতা ও বিশ্বাসের অনুসারী হবে। আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার গুণ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আসুন! এবার মূল বিষয়ে ফিরে আসি এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের সৈয়দদের সম্মানের ঘটনাবলী ও ধরনগুলো পড়ি, কিন্তু প্রথমে জেনে নিন যে, সৈয়দ সাহেব অর্থাৎ রাসূলের বংশের সম্মান ও শ্রদ্ধা এই কারণেই জরুরি যে, এই পবিত্র ব্যক্তিদের বংশের সিলসিলা (অর্থাৎ ধারাবাহিকতা) আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিত হয় এবং ভালোবাসার নিয়মই হলো যে, যখন কারো সাথে কারো ভালোবাসা হয়ে যায়, তখন তার সাথে সম্পর্কিত সব কিছুর প্রতিই ভালোবাসা হয়ে যায় আর যদি কোনো কিছুর সম্পর্ক প্রিয়তমের শরীরের সাথে হয়ে যায় তবে সত্যিকার প্রেমিক এর খুবই সম্মান করে, সৈয়দদের প্রতি ভালোবাসার নির্দেশ তো কুরআন ও হাদীসেই রয়েছে, যেমনটি,



www.dawateislami.net

# নবীর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁদের সম্মান ফরয

পারা ২৫, সূরা শুরার ২৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ

**(পারা ২৫, সূরাতুশ শুরা, আয়াত ২৩)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আপনি বলুন, 'আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, কিন্তু নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা।"

খাযায়িনুল ইরফানে রয়েছে: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা এবং তাঁর আত্মীয়দের ভালোবাসা দ্বীনের ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত। **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ২৫, সূরাতুশ শুরা, ২৩নং আয়াতের পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৮৯৪)**

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: সৈয়দদের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অপমান করা হারাম। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২২/৪২০)**

# সৈয়দদের ফযিলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী

১. اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ : حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ নিজের সন্তানদের তিনটি জিনিস শেখাও: নিজের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা, আহলে বাইতের ভালোবাসা এবং কুরআন তিলাওয়াত। **(জামে' সগীর, পৃষ্ঠা ২৫, হাদীস: ৩১১)**

২. যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের মধ্যে কারো সাথে সদাচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান তাকে প্রদান করবো।" **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৫/৩০৩, হাদীস: ৯৮৮৪)** হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী



www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এই হাদীসে পাক এই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আল্লাহ পাকের দানক্রমে) দাতা (অর্থাৎ প্রদানকারী) এবং এই বিষয়টি কারো নিকট গোপন বিষয় নয়। অতএব ঐ ব্যক্তিকে মুবারকবাদ, যার কষ্ট তিনি দূর করেন বা তার ডাকে উপস্থিত হন এবং তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করেন। **(ফয়যুল কদীর, ৬/২২৩, হাদীস: ৮৮২১)**

## মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের জন্য

৩. যে ব্যক্তি ওয়াসিলা অর্জন করতে চায় এবং এটা চায় যে, আমার দরবারে তার কোনো খেদমত হোক, যার ফলে আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো, তবে তার উচিত যে, আমার আহলে বাইতের খেদমত করা এবং তাদেরকে খুশি করা। **(আশ শারফুল মুয়াব্বাদ, পৃষ্ঠা ৫৪)**

## পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা জরুরী

৪. আমার আহলে বাইতের ভালোবাসাকে আবশ্যক করে নাও, কেননা যে আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় মিলিত হলো যে, সে আমাকে ভালোবাসে, তবে আল্লাহ পাক তাকে আমার শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর শপথ, যার কুদরতের আয়ত্তে আমার প্রাণ! কোনো বান্দাকে তার আমল ঐ অবস্থায় উপকৃত করবে, যখন সে আমাদের (অর্থাৎ আমার এবং আমার আহলে বাইতের) হক চিনবে। **(মু'জামে আওসাত, ১/৬০৬, হাদীস: ২২৩০)** আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার নাতের কিতাব "ওয়াসায়িলে বখশীশ" এর ৫১৩ পৃষ্ঠায় লিখছেন:



www.dawateislami.net

আব শাফায়াত পায়ে আহলে বাইত
ইয়া শাফিয়াল ওয়ারা কিজিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সৈয়দ কাকে বলে?

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সৈয়দ" সিবতাইনে করীমাইন (অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) এর সন্তানদের বলা হয়। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৩/৩৬১)**

সৈয়দ এর শাব্দিক অর্থ হলো "সর্দার"। পাক ও ভারতে পারিভাষিকভাবে ঐ ব্যক্তিত্বদের সৈয়দ বলা হয়, যারা হাসানাইন করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর সন্তান। আরব দেশে প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তিকে "সৈয়দ" এবং হাসানাইন করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর সন্তানদের "শরীফ হাবীব" বলা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আমার ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রয়েছে

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচিতে মুহাররাম শরীফ ১৪৪৫ হিজরীতে অনুষ্ঠিত বয়ানে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে কিছুটা এভাবে বলেন: আপনারা সবাই সাক্ষী হয়ে থাকবেন। আমি ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে



www.dawateislami.net

ভালোবাসি। আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তখন থেকেই ভালোবাসি, যখন আমি বাল্যকালে তাঁর নাম মুবারক সঠিকভাবে উচ্চারণ করতেও পারতাম না, কিন্তু তখনও আমার অন্তরে এই ধারনা হতো যে, তিনি মহান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমাদের সকলেরই ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুতেই ভালোবাসা রয়েছে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমি সৈয়দদের ভালোবাসি, কেননা তাঁরা আউলাদে রাসূল। কারবালায় রাসূলের নাতি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপর হওয়া অত্যাচারের বর্ণনা শুনে আমারও মন চায় যে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি, কিন্তু আমাদেরকে ধৈর্যধারন করার হুকুম দেয়া হয়েছে আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্রু এসে যায় তবে এটি অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

**(শানে শহীদে কারবালার বয়ান, ১০ মুহাররাম শরীফ ১৪৪৫)**

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর নাতের কিতাব “ওয়াসায়িলে বখশীশে” লিখছেন:

সাহাবা কা গদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদেম
ইয়ে সব হে আপ হি কি তো ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৩৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## আমাকে ইয়া সায়্যিদী বলবেন না

যেমনটি এখনই বর্ণিত হয়েছে যে, “সৈয়দ” এর আভিধানিক অর্থ “সর্দার” এবং শতাব্দী ধরে মানুষ আলিম ও মাশায়িখদের “ইয়া সায়্যিদী অর্থাৎ হে আমার সর্দার” বলে সম্বোধন করে আসছে, বিভিন্ন আরবী কিতাবে তা দেখা যায়। প্রায়শ মাদানী মুযাকারা ইত্যাদিতে আশিকানে



www.dawateislami.net

রাসূলরা আমীরে আহলে সুন্নাতকে "ইয়া সায়্যিদী" বলে সম্বোধন করে থাকে, যা কিনা শরয়ীভাবে সম্পূর্ণ জায়িয, কিন্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিনয়ের কারণে তাঁর ভক্তদের বলেন যে, আমাকে "ইয়া সায়্যিদী" বলবেন না, কেননা এতে মানুষের সৈয়দ হওয়ার সন্দেহ হতে পারে, অথচ আমি সৈয়দ নই বরং "মেমন"। **(মাদানী মুযাকারা, পর্ব নং: ২২৬১)**

## আলা হযরতের কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিরনী ইত্যাদি বিতরন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের তুলনায় সৈয়দদেরকে রাসূলের বংশ হওয়ার কারণে "দ্বিগুণ" প্রদান করতেন, এই সুন্দর রীতিটি অনুসরণ করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও সৈয়দদেরকে সালামী হোক বা অন্য কোন উপহার দ্বিগুণ প্রদান করেন। শুধু তাই নয় বরং তিনি সৈয়দদেরকে খুবই সম্মানজনক শব্দ যেমন, শাহজাদা, শাহজাদায়ে আলী ওয়াকার, বাপুয়ে আবরুদার (অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ) ইত্যাদি দ্বারা সম্বোধন করেন।[১]

## সৈয়দদের সম্মান ও শ্রদ্ধার কিছু পদ্ধতি

এটাই বাস্তবতা যে, ইশকে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ আমীরে আহলে সুন্নাত ফানাফির রাসূল[২] এর উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন এবং মানুষ

---

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ সারা পৃথিবীতে চলছে এবং সারা পৃথিবীর সবাই "বাপু" শব্দের অর্থ বোঝে না, তাই এখন "বাপু" এর পরিবর্তে "সৈয়দ সাহেব" বলার উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, কারণ এই শব্দটি আরও বেশি সম্মানজনকও এবং সাধারণ মানুষও এর অর্থ বুঝতে পারে।

২. ফানা ফির রাসূলের সংজ্ঞা: হযরত ইমাম সিরাজুদ্দিন রাফায়ী মাখযুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ফানা ফির রাসূলের অর্থ হলো যে, মানুষ জাহেরী ও বাতেনীভাবে সর্বদা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীয়ত মেনে চলে। সব সময় এবং প্রত্যেক কাজে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদ্ধতি খেয়াল রাখে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের সকল বিষয়ের ওসীলা, সকল রহস্যের ☞



www.dawateislami.net

যাকে ভালোবাসে, তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুকেই ভালোবাসে। যিনি আপন প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা ও প্রাচীর, শহর ও মাযারের প্রতি অগাধ ভক্তি পোষণ করেন, তিনি আপন প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভালোবাসা ও ভক্তি পোষণ করবেন । আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সৈয়দদেরকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁদের উপস্থিতিতে উপরে বসতে অস্বস্তি বোধ করেন। প্রায় তিনি সৈয়দদেরকে নিজের সাথে উপরে বসান, তাঁর বয়স ইংরেজী সাল হিসেবে জুন ২০২৪ সালে প্রায় ৭৪ বছর হয়ে গেছে এবং এখন বার্ধক্যের দুর্বলতার কারণে নিচে বসা খুবই কষ্টকর, অন্যথায় যখন পূর্বে এরূপ দূর্বলতা ছিলো না, তখন তিনিও নিচে বসে যেতেন। কখনও তিনি এভাবেও বলেন: মানুষ আমাকে মসনদে বসিয়ে দেয়, অথচ সম্মানিত সৈয়দজাদারা নিচে বসে আছেন, আমার ভালো লাগে না যে, সৈয়দজাদারা নিচে বসে থাকবেন এবং আমি তাঁদের খাদেম হয়ে উপরে বসবো।

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর নাতের কিতাব “ওয়াসায়িলে বখশীশে” লিখছেন:

ভিক দে উলফতে মুস্তফা কি সব সাহাবা কি আ’লে আবা কি
গাউস ও খাজা কি আহমদ রযা কি মেরে মওলা তু খয়রাত দে দে

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ১২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

☜ কেন্দ্র এবং প্রত্যেক সমস্যার সমাধানকারী মনে করে আর এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ পাকের সমস্ত সাহায্য, সমস্ত দয়া এবং সমস্ত দান নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় প্রত্যেকে পাচ্ছে। মোটকথা শুধু প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই কথা শোনে, তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

**(কালাদাতুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা ২৯৪)**



www.dawateislami.net

## সৈয়দ সাহেবরা সামনে চলে আসুন

আরবী প্রবাদ রয়েছে যে, "إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ ذَوُوْهُ" অর্থাৎ সম্মানিতদের শুধু সম্মানিতরাই চিনতে পারেন। সৈয়দদের সম্মান ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে এই আরবী প্রবাদটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সত্তার উপর প্রযোজ্য। আমীরে আহলে সুন্নাত আ'লে রাসূলকে খুবই সম্মান করেন। তিনি বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه সৈয়দদের প্রতি ভালোবাসা আমার রক্তে মিশে আছে, তিনি নিজেই শুধু নন, বরং প্রায় তাঁকে অন্যদের সামনেও সৈয়দদের মহান মর্যাদার প্রচার করতে দেখা যায়, যেমনটি আশিকানে রাসূলে দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর যখন আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা মুলতান শরীফে হতো, অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ইজতিমায় প্রায়ই তিনি দোয়ার পূর্বে কিছুটা এভাবে ঘোষণা করতেন যে, **"এই ইজতিমায় যতো সৈয়দ সাহেব উপস্থিত রয়েছেন, অনুগ্রহ করে! সামনে আসুন, যাতে তাঁদের বরকতে আমাদের দোয়া কবুল হয়।"**

## সৈয়দজাদার মুবারক হাতে দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম ফয়যানে মদীনার ভিত্তি স্থাপন

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার সদস্য হাজি মোহাম্মদ আলী আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের মধ্যে সৈয়দদের সম্মান ও শ্রদ্ধার বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাতেরই প্রশিক্ষণের অংশ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ১৯৮৯ সালে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে এসেছি। আমীরে আহলে সুন্নাতের সৈয়দদের সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি



www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম আমার সামনে এভাবে প্রকাশ পায় যে, পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর হায়দারাবাদে ১৯৮৯ বা ১৯৯০ সালে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকাযের জন্য জায়গা নেয়া হলো। তখন এটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায "ফয়যানে মদীনা" হিসেবে নির্মিত হতে যাচ্ছিলো। সেই আনন্দ উপলক্ষে আজিমুশ্শান ইজতিমার আয়োজন করা হলো এবং ঘোষণা করা হলো যে, মাদানী মারকাযের উদ্বোধন (ভিত্তি স্থাপন করতে) এবং রীতিমতো নির্মাণ কাজের সূচনা করতে করাচি থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হাজি মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার প্রয়াত নিগরান) সহ আগমন করবেন। সুন্নাতে ভরা ইজতিমার পর যখন ভিত্তি স্থাপনের সময় এলো, তখন সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম, ইসলামী ভাইয়েরা আমীরে আহলে সুন্নাতের খেদমতে নিজের হাতে উদ্বোধন (Opening) করার আবেদন করেন, তখন তিনি খুবই নম্র ও বিনয়ের সহিত বললেন: এটি দাওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকায, আমি কিভাবে এর যোগ্য হলাম যে, এর ভিত্তি স্থাপন করবো। দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ অনেক জোর করলেন কিন্তু তিনি অস্বীকারই করতে থাকেন, অবশেষে তিনি বললেন: বারোই রবিউল আওয়ালের প্রতি সম্মান জানিয়ে ১২ জন অল্প বয়সী সৈয়দজাদার মুবারক হাত দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করা হবে। রাতের সেই সময়ে যতজন সৈয়দজাদাকে পাওয়া গেলো, তাঁদের বরকতময় হাতে দাওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকায "**ফয়যানে মদীনা**" এর ভিত্তি স্থাপন করা হলো।



www.dawateislami.net

## আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযের ভিত্তি স্থাপন

দাওয়াতে ইসলামীর আজিমুশ্শান আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা (করাচি) এর যখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলো তখন তাতেও ১২ জন সৈয়দজাদাকে দিয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করানো হলো। তাছাড়াও ফয়যানে মদীনায় প্রবেশ করার কয়েকটি দরজা রয়েছে, যার মধ্যে একটি দরজার নাম "**বাবে ফাতিমা**" রাখা হলো।

## সাহাবা ও পবিত্র আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان

সাহাবা ও পবিত্র আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উম্মতের জন্য মুক্তি এবং সুরক্ষার মাধ্যম। যেমনটি নানায়ে হাসানাইন, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِيْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَّنْ رَّكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ অর্থাৎ আমার আহলে বাইতের উদাহরণ নুহের কিস্তির মত, যারাই এতে আরোহন করলো তারাই মুক্তি পেয়ে গেলো এবং যারা পিছনে রয়ে গেলো তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। **(মুস্তাদরাক, ৩/৮১, হাদীস: ৩৩৬৫)** আরেকটি হাদীসে পাকে আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবীরা আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ, যখন তাঁরা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, তখন আমার উম্মতের উপর সেই সময় আসবে, যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০৫১, হাদীস: ৬৪৬৬)** আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর নাতের কিতাব "ওয়াসায়িলে বখশীশে" লিখছেন:

কলব মে ইশকে আ'ল রাখা হে খুব ইস কো সানভাল রাখা হে
কিউঁ জাহান্নাম মে জাওঁ সীনে মে ইশকে আসহাব ও আ'ল রাখা হে

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৪৪৩, ৪৪৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## সৈয়দ সাহেবের দিকে পা প্রসারিত করলেন না (ঘটনা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে ২০১৯ সালে কিছু আশিকানে রাসূল হজের মুবারক সফরে রওনা হলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়স তখন প্রায় ৬৯ বছর ছিল, তিনি ৮ যিলহজ্ব শরীফে মীনা শরীফের তাঁবুতে ছিলেন, তাঁর ক্লান্তি ও দুর্বলতার কারণে পা প্রসারিত করার প্রয়োজন হলো কিন্তু সামনের দিকে একজন "সৈয়দ সাহেব" বসে ছিলেন। তিনি আমাকে (লেখক) একটি চিরকুট প্রদান করলেন যাতে সৈয়দ সাহেবের দিকে সম্মানপূর্বক নিজের পা প্রসারিত না করার কথা ছিলো। মোটকথা "**যতক্ষণ সৈয়দ সাহেব সেদিকে বসে ছিলেন, আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর দিকে পা প্রসারিত করেননি।**"

## সৈয়দদের প্রতি শ্রদ্ধার সুন্দর ধরন

سُبْحٰنَ الله! যেমনিভাবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সৈয়দজাদার দিকে পা প্রসারিত করাকে আদবের পরিপন্থি মনে করেন, তেমনি যদি তাঁকে সাক্ষাতের সময় জানানো হয় যে, ইনি "সৈয়দ সাহেব", তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার হাত চুম্বন করে নেন। সৈয়দজাদাদের ছোট ছোট শিশুদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শনও করেন যে, তাদের ছোট ছোট সুন্দর পা নিজের মাথায় রেখে নেন।

## আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবারে আহলে বাইতের স্মৃতি

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মরহুমা তিন বোনের নাম পবিত্র আহলে বাইতের মুবারক নামানুসারে রাখা হয়েছে। যেমন; বড়



www.dawateislami.net

বোনের নাম "খাদিজা বাঈ"[১] তাঁর চেয়ে ছোট বোনের নাম "ফাতিমা বাঈ" এবং সবচেয়ে ছোট বোনের নাম "যাহরা বাঈ"।

## বিনতে আত্তারের যৌতুক

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একমাত্র শাহজাদীর যখন বিয়ের সময় এলো, আমীরে আহলে সুন্নাত চাইলে তাঁর ভক্তরা মূল্যবান যৌতুকের স্তূপ লাগিয়ে দিতো কিন্তু সত্যিকারের আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মন ও মননে আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদী, হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর যৌতুক গেঁথে ছিলো। তিনি তাঁর একমাত্র আদরের কন্যার বিয়েও সাধাসিধে ও পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছিলেন। যৌতুক দেওয়ার সময়ও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যথাসম্ভব চেষ্টা করে কিতাব থেকে পড়ে পড়ে ঐ যৌতুকের ব্যবস্থা করেছেন, যা নানায়ে হাসানাঈন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাইনের আম্মাজান, শাহজাদীয়ে কাওনাইন, সায়্যিদা, তায়্যিবা, তাহেরা হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে প্রদান করেছিলেন। এই যুগে সর্বোচ্চ যৌতুক গ্রহণ এবং দেওয়ার প্রত্যাশীদের জন্য এই ঘটনা একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। যৌতুক ছিলো: (১) রুপার বালা (২) চাটাই (৩) চাক্কি (৪) মশক (৫) মাটির পাত্র (৬) চামড়ার বালিশ ইত্যাদি।

---

১. বাঈ হলো মেমনি ভাষায় সম্মানিত শব্দ, যেমন পুরুষের জন্য ভাই।



www.dawateislami.net

## সৈয়দজাদার দরবারে ২৫ লাখ টাকার উপহার

খুশির মুহূর্ত হোক বা দুঃখের সময়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হোক বা রমযানুল মুবারকে গরিবদের সহযোগিতা, তিনি সব সময় সৈয়দজাদাদের প্রতি সদাচরণ এবং সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেই বলেন, বরং প্রায় মাদানী মুযাকারায় ডাক্তারদেরকে সৈয়দজাদাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে, মেডিকেল স্টোরের মালিকদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতে উৎসাহিত করে থাকেন।

১৪৪৪ হিজরীতে কেউ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে মারকাযী মজলিশে শূরার একজন সদস্যের মাধ্যমে তাঁর সাথে আরেকজন ইসলামী ভাইকে হজে নিয়ে যাওয়ার খরচ (প্রায় ২৫ লাখ টাকা) দেয়ার বার্তা দিলো। তিনি সেই বছর কোনো কারণে হজের সফরে যাননি, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ যিম্মাদারের মাধ্যমে টাকা প্রদানকারীকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, এই ২৫ লাখ টাকা সৈয়দজাদাদের মাঝে বিতরণ করে দিন এবং অতঃপর সেই সম্পূর্ণ টাকা সৈয়দজাদাদের খেদমতে উপহার স্বরূপ দেয়া হয়েছিলো।

## ১২জন সৈয়দজাদার পরিবারের খেদমতের ঘোষণা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২০২৩/২০২৪ সালে মারাত্মক দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির দিনগুলোতে রাবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৫ হিজরীতে ঘোষণা করেন যে, সচ্ছল ব্যক্তিরা (অর্থাৎ ধনী) কমপক্ষে ১২জন সৈয়দজাদার পরিবারের খেদমতে সম্ভব হলে কমপক্ষে ১২ মাস পর্যন্ত ১২ হাজার টাকা করে উপহার স্বরূপ প্রদান করুন অথবা পরিবারের রেশন ইত্যাদি প্রদান করুন। আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আমীরে



www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাতের এই ঘোষণার সাথে সাথে অসংখ্য আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালো ভালো নিয়্যত মাদানী চ্যানেলের কল সেন্টারে পৌঁছেছিলো এবং তা লাইভ মাদানী মুযাকারায় শোনানো হয়েছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সৈয়দজাদাদের খেদমতের ব্যাপারে তাঁর পুস্তিকা ফয়যানে আহলে বাইতে কিছুটা এভাবে লিখেছেন:

## আত্তারের আবেদন

হে ধনীরা! দোকানদাররা! ডাক্তাররা! নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী রাসূলের বংশধরদের (অর্থাৎ সৈয়দদের) খেদমত করে তাঁদের নানা, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অন্তরকে প্রশান্তি দিন এবং জান্নাতের বাগানে ঘর পাওয়ার উপায় করুন। সৌভাগ্যক্রমে! প্রত্যেক দোকানদার এই মনোভাব তৈরি করে নিন যে, আমি সৈয়দজাদাদের বিনামূল্যে (Free) বা কমপক্ষে No profit no loss অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে পণ্য দিব। নিঃসন্দেহে এভাবেও তাঁদের প্রতি মহান সহানুভূতি ও সহযোগিতা হবে।

আহ! যদি প্রতিটি ডাক্তার এই মনোভাব তৈরি করে নেয় যে, আমি সৈয়দজাদাদের "চেকআপ" ফ্রিতে করবো বরং সম্ভব হলে ঔষুধও ফ্রি প্রদান করে রাসূলের বংশধরদের মন খুশি করবো। রমযানুল মুবারকের বরকতময় মাসে প্রতিবেশী সৈয়দজাদার বাড়িতে সেহরী ও ইফতারী, কুরবানির সময় ঘরে তৈরিকৃত সুস্বাদু খাবার থেকে কিছু না কিছু তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আদব ও সম্মান সহকারে তাঁদের উপহার স্বরূপ প্রদান করুন। কীরূপ অজ্ঞতা যে, যাঁদের নানাজান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমরা খাচ্ছি, তাঁরই নাতিরা আমাদের বিলাসিতায় ভরা জীবন থেকে



www.dawateislami.net

কোনও উপকার পাবে না। আজকেই নিজের সম্পদ, নিজের দৌলত, নিজের পছন্দনীয় জিনিসগুলো সৈয়দজাদাদের কদমে উৎসর্গ করে দিন, অতঃপর দেখুন তাঁদের নানাজান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাল কিয়ামতের দিন কীভাবে সমৃদ্ধ করেন। আল্লাহর শপথ! সেই সময় যখন ধন-সম্পদ কাজে আসবে না আর না পদমর্যাদা আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে, তখন অস্তির হৃদয়ের স্বস্তি, নানায়ে হাসানাঈন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত কাজে আসবে। যদি দুনিয়ায় তাঁর বংশধরদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়, কোনো অসুস্থ সৈয়দজাদার বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়, তবে আশ্চার্যের কী! হয়তো এই শাহজাদা তাঁর নানাজান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করে আমাদের জন্য শাফায়াতের মাধ্যম হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ! শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই খেদমত করুন, বাকি তাঁর অনুগ্রহ অপরিসীম ও সীমাহীন। তাছাড়া কখনোই নিজের মনে এই কুমন্ত্রণা আসতে দিবেন না যে, জানিনা তিনি সৈয়দ কি-না? আমাদের এই বিষয়ে একেবারেই অনুমতি নেই যে, আমরা বংশের পেছনে পড়ে থাকবো, ব্যস আমাদের জন্য তাঁদের সৈয়দ হিসেবে প্রসিদ্ধ হওয়াটাই যথেষ্ট।

## বার্তা রেকর্ডিংয়ে সৈয়দজাদাদের দিয়ে সূচনা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাওয়াব অর্জন, দুঃখী উম্মতের সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভালো ভালো নিয়্যতে প্রতিদিন ওয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অসংখ্য আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। প্রায় সারারাত বিভিন্ন দ্বীনি ব্যস্ততা এবং ক্লান্তি সত্ত্বেও তিনি নেকীর দাওয়াতের এই মহান কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে এতে কোনো বিরতি দেন না।



www.dawateislami.net

এই পর্যন্ত (১৪ জুন ২০২৪) প্রতিদিন গড়ে প্রায় একশটি বার্তা রেকর্ড করান। তিনি বলেন: আমার কাছে দোয়ার জন্য অনেক নাম আসে কিন্তু আমার চেষ্টা থাকে যে, সৈয়দজাদাদের নাম দিয়েই আমার নেককাজের সূচনা করার, অতঃপর কোনো সৈয়দ সাহেবের নাম পেয়ে গেলে তবে সেই নাম দিয়ে বার্তার সূচনা করি।

**(মাদানী মুযাকারা, ২৬ অক্টোবর ২০২৩, পর্ব নং: ২২৭৫)**

## ৩৪ বছর পূর্বের অসিয়ত

মুহাররাম শরীফ ১৪১১ হিজরী অনুযায়ী ১৯৯০ সালে একেবারে সবুজ গম্বুজ শরীফের সামনে বসে আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর অসিয়ত নামা তৈরি করেন, যা "মাদানী অসিয়ত নামা" নামে মাকতাবাতুল মদীনা প্রিন্ট করেছে।[১] এতে তিনি তাঁর বিভিন্ন অসিয়ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

## শেষ মুহূর্তেও সৈয়দদের থেকে বরকত নেয়ার মানসিকতা

মাদানী অসিয়ত নামার ৪নং পৃষ্ঠায় ওসিয়ত নম্বর ৯ এ বলেন: কাফন যদি যমযমের পানি বা মদীনার পানি বরং উভয়টি দিয়ে ভেজানো হয়, তবে সৌভাগ্যের বিষয়। হায়! যদি কোনো সৈয়দ সাহেব মাথায় পাগড়ি শরীফ সাজিয়ে দেন।

অসিয়ত নম্বর ১৮ এ বলেন: জানাযা কোনো বিশুদ্ধ আকিদা সম্পন্ন সুন্নী আমলদার আলিম বা কোনো সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাই কিংবা উপযুক্ত হলে তবে সন্তানদের মধ্যে কেউ পড়িয়ে দিবে কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো যে, সৈয়দদের অগ্রাধিকার দেয়া হোক।

---

১. এই পুস্তিকাটি পড়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন: **www.dawateislami.net** অথবা এই **QR** কোড স্ক্যান করুন এবং ভালো ভালো নিয়্যতে অন্যদেরও শেয়ার করুন।



www.dawateislami.net

অসিয়ত নম্বর ১৯ এ বলেন: যদি এই সৌভাগ্য হতো! সৈয়দজাদা তাঁর রহমতভরা হাতে কবরে নামিয়ে আল্লাহ পাকের নিকট সমর্পন করে দিবে। **(মাদানী অসিয়ত নামা, পৃষ্ঠা ৪-৫)**

## নতুন আস্তানায়ে আলিয়ার উদ্বোধন

মুহাররাম শরীফ ১৪৪৫ হিজরীতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পূর্বের বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে শিফট হন, নতুন বাড়িতে শিফট হওয়ার ব্যাপারটাও ছিল খুবই মহিমান্বিত। কয়েকজন সৈয়দজাদাকে বাড়িতে আগমন করার আমন্ত্রণ জানানো হলো, অতঃপর নিজের দুই হাতে সৈয়দজাদাদের হাত ধরে কাসীদায়ে বুরদা শরীফ পড়তে পড়তে নতুন বাড়িতে প্রবেশ করেন। বাড়িতে প্রবেশ করে কাঁদতে কাঁদতে কিছুটা এভাবে বললেন: নতুন বাড়িতে সৈয়দজাদাদের সাথে শিফট এই কারণেই হয়েছি, যাতে কবরেও সৈয়দজাদারা তাঁদের হাতে "اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْن" এর নিকট সমর্পণ করে দেয়।

## দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে আহলে বাইতের স্মরণ

দাওয়াতে ইসলামীর দু'টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজ রয়েছে। (১) এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেকীর পথে চলা এবং আত্মসমালোচনা করার জন্য "৭২টি নেক আমল" এর উপর আমল করা[১] এবং (২) প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলার সাথে সফর করা।

---

১. "৭২টি নেক আমল" এর পুস্তিকা প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করে যাচাই করুন এবং প্রতি মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে এই পুস্তিকা জমা করিয়ে দিন। ইসলামী বোনেদের জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, শিশুদের জন্য এবং স্পেশাল পারসনদের জন্য আলাদা আলাদা নেক আমলের পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তা অধ্যয়ন করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর☞



www.dawateislami.net

একটু ভাবলে আপনি এই দু'টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজেও আহলে বাইতের স্মরণ লুকায়িত পাবেন। বরং একটিতে তো একেবারে স্পষ্ট যে, ইসলামী ভাইদের নেক আমলের পুস্তিকার নামই কারবালায় অংশগ্রহনকারীদের স্মরণে ৭২টি নেক আমল। আর অন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজ প্রতি মাসে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মেয়াদ ৭২ ঘণ্টা রাখা হয়েছে। যেনো দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর প্রত্যেক মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম, মুরীদ এবং অনুসারীদেরকে পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ এর স্মরণে, তাঁদের ধ্যানে মগ্ন থাকার শিক্ষা দিচ্ছেন।

## আহলে বাইতের শানে আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান

ইসলামী দুনিয়ার শতভাগ ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" এ অনেক প্রোগ্রাম শানে আহলে বাইত (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ) এর ব্যাপারে হয়েছে। মাদানী চ্যানেলের ২০০৮ সালে শুরু হওয়ার পূর্বে যখন অডিও বয়ানের রেকর্ডিং হতো, তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তিন তিন ঘণ্টা ধরে পবিত্র আহলে বাইতের শান ও মহত্ব দাঁড়িয়ে বয়ান করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বয়ানের নাম হলো: শানে আহলে বাইত, শাহাদাতের বর্ণনা, কারবালার রক্তিম দৃশ্য, কারবালা কা তারাজ কারওয়া ইত্যাদি।

তিনি অনেকবার তাঁর বয়ান ও লেখায় যেই মুফাসসীরে কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তিনিও একজন "সৈয়দ বুযুর্গ", তাঁর নাম হলো

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি মাঝে মাঝে কোনো সৈয়দজাদাকে দেখে ইমামে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই পংক্তিটি আনন্দচিত্তে পড়তে থাকেন:

তেরি নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

**(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৪৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আহলে বাইতের শানে আমীরে আহলে সুন্নাতের ৬টি কিতাব

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই পর্যন্ত (যিলহজ শরীফ ১৪৪৫ হিজরী) প্রায় ২৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত পবিত্র আহলে বাইতের শান ও মহত্বে বিভিন্ন বিষয়াবলী সহকারে কিতাব এবং পুস্তিকা লিখেছেন, যেগুলোর নাম হলো: (১) পবিত্র আহলে বাইতের শান ও মহত্বের ব্যাপারে ৪০টি হাদীসে মুবারাকা "ফয়যানে আহলে বাইত" (৩৭ পৃষ্ঠা) (২) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা মওলায়ে কায়েনাত হযরত আলীউল মুরতাদ্বার শান ও কারামত সম্বলিত পুস্তিকা "শেরে খোদার কারামত" (৯৮ পৃষ্ঠা) (৩) রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জীবনী সম্বলিত পুস্তিকা "ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ৩০টি ঘটনা" (২৮ পৃষ্ঠা) (৪,৫,৬) রাসূলের নাতি, ফাতিমার কলিজার টুকরো, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশ মকাম হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অসাধারণ আত্মত্যাগ ও বীরত্ব তাছাড়া কারবালা শরীফের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্বলিত তিনটি পুস্তিকা: (১) ইমাম হোসাইনের কারামত (৪১ পৃষ্ঠা) (২) হোসাইনি দুলহা (১৬ পৃষ্ঠা) (৩) কারবালার রক্তিম দৃশ্য



www.dawateislami.net

(২৪ পৃষ্ঠা)। এছাড়াও আরো অনেক কিতাবে প্রসঙ্গত অনেক ঘটনাবলী, কারামত এবং পবিত্র আহলে বাইতের বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।[১] এসব পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা যাবে।

## পবিত্র আহলে বাইতের শানে আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৫৪টি পংক্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই পর্যন্ত (৮ যিলহজ শরীফ ১৪৪৫ হিজরী) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ, শাহজাদীয়ে কওনাইন হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا, হাসানাইন করীমাইন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এবং আহলে বাইতের শানে ৮টি মানকাবাত লিখেছেন। যা ওয়াসায়িলে বখশীশ এবং ওয়াসায়িলে ফেরদৌসে পাওয়া যাবে। ১৭টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাতে আহলে বাইত "কিউঁ না হো রুতবা বড়া আসহাব ও আহলে বাইত কা", ২৩টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাতে মওলা আলী "ইয়া আলীয়াল মুরতাযা মওলা আলী মুশকিল কোশা", ১৭টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাতে শাহজাদীয়ে কওনাইন হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا "আ'প পার আল্লাহ কি রহমত হো হযরতে ফাতেমা"[২], নাওয়াসায়ে রাসূল হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বিলাদত (জন্ম) ১৫ রমযানুল মুবারক উপলক্ষে ১৫টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাতে

১. এই পুস্তিকাগুলো পাঠ করার জন্য এই **QR Code** স্ক্যান করুন:

২. হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর এই মানকাবাত "তাকদির সে মিলি হে মুহাব্বাত হোসাইন কি" এখনও প্রিন্ট হয়নি, তবে দাওয়াতে ইসলামীর এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে এটি দেখতে ও শোনতে পারবেন।



www.dawateislami.net

ইমাম হাসান "ইয়া হাসান ইবনে আলী করদো করম", ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশ মকাম, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি প্রচণ্ড প্রেম ও ভালোবাসার কারণে তাঁর শান ও মহত্বে চারটি কালাম, তিনটি মানকাবাত এবং একটি সালাম লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩৩টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাত "ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হে", ১৯টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাত "ফির বুলা কারবালা, ইয়া শাহে কারবালা", ১২টি পংক্তি সম্বলিত মানকাবাত "তাকদির সে মিলি হে মুহাব্বাত হোসাইন কি" এবং ১৮টি পংক্তি সম্বলিত সালাম "কারবালা কে জা'নিসারো কো সালাম" লিপিবদ্ধ করেছেন।

## পবিত্র আহলে বাইতের শানে আমীরে আহলে সুন্নাতের ৮৮টি স্লোগান

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এই পর্যন্ত (৮ যিলহজ শরীফ ১৪৪৫ হিজরী) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, শাহজাদীয়ে কওনাইন হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, হাসানাঈন কারিমাঈন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এবং আহলে বাইতের শানে ৮৮টি স্লোগান লিখেছেন। মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে ১৮টি স্লোগান "আশিকে মুস্তফা, মুরতাদ্বা মুরতাদ্বা", হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শানে ১৫টি স্লোগান "দুখতরে মুস্তফা, সাইয়্যিদা ফাতিমা", ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে ১৬টি স্লোগান "সাহিবুল ইত্তিকা, হে হাসানে মুজতাবা", হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শানে ২২টি স্লোগান "নাওয়াসায়ে মুস্তফা,



www.dawateislami.net

ইয়া শহীদে কারবালা” এবং ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে ১৭টি স্লোগান “করম সে হাম পর, ইমামে জাফর” লিপিবদ্ধ করেছেন।

## “ফয়যানে আলী” মসজিদের নির্মাণ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২১ রমযানুল মুবারক ১৪৩৯ হিজরী (৬ বছর পূর্বে) শাহাদাতে মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দিবসে মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মু’মিনীন হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর স্মরণে সারা পৃথিবীতে ২১২১টি মসজিদ নির্মাণের উৎসাহ প্রদান করেন। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, যিলক্বদ শরীফ ১৪৩৯ হিঃ অনুযায়ী আগষ্ট ২০১৮ ইং, পৃষ্ঠা ৫৩)**

দাওয়াতে ইসলামীর “খুদ্দামুল মাসাজিদ ওয়াল মাদারিস” বিভাগের যিম্মাদার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পর্যন্ত ১২১টি মসজিদ এই পবিত্র নামে “ফয়যানে আলী, ফয়যানে হায়দার, ফয়যানে মুশকিল কোশা, ফয়যানে হাসান, ফয়যানে হোসাইন, ফয়যানে ফাতিমা, ফয়যানে আলী আকবর, ফয়যানে আলী আসগর” নামে নির্মিত হয়ে গেছে।

## প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরীর সময় আমীরে আহলে সুন্নাতের ধরন

আমীরে আহলে সুন্নাত যখন ১৬ বছর পর ২০১৮ সালে হজে গমন করেন এবং যখন প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরীর মনোমুগ্ধকর সময় আসে, তখন তিনি মদীনার প্রেমে ডুবে সৈয়দজাদাদের প্রতি আপন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ভরা অনুভুতি কিছুটি এভাবে প্রকাশ করেন: প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরীর জন্য যাত্রা করার সময়, হায়! যদি এমন কোন সৈয়দজাদা প্রস্তুত



www.dawateislami.net

হয়ে যেতো, যে আমার গলায় রশি লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাবে যে, আক্বা পলাতক অপরাধীকে ধরে এনেছি, আপনি তার শাফায়াত করে দিন এবং তাকে ক্ষমা করে দিন আর জান্নাতুল ফেরদৌসে আপনার প্রতিবেশিত্বে তাকে জায়গা প্রদান করে দিন।

## প্রতি বছর একটি কুরবানি

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ফকীর (অর্থাৎ আ'লা হযরত) এর অভ্যাস হলো প্রতি বছর একটি কুরবানি হুযুর সায়্যিদুল মুরসালিন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে করি এবং এর মাংস চামড়া সবই সৈয়দ সাহেবদের উপহার স্বরূপ দিই। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২০/৪৫৬)**

## আমীরে আহলে সুন্নাতের পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার বিভিন্ন ধরণ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উৎসাহে তাঁর পক্ষ থেকে প্রতি বছর কুরবানির সময় কিছু সৈয়দ সাহেবকে কুরবানির জন্য শুধু পশু উপহার স্বরূপ দেয়া হয় না বরং পশুর খাবার, জবাই করা ইত্যাদির খরচও উপহার দেয়া হয়। কয়েক বছর ধরে চলমান এই নেক কাজে এখন পর্যন্ত কয়েক ডজন পশু যার মূল্য লাখ লাখ টাকা হয় সৈয়দ সাহেবদের খেদমতে উপস্থাপন করা হয়েছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْد



www.dawateislami.net

# আত্তারীর খামিরে গাদ্দারী নেই

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি যখন থেকে বিবেকবান হয়েছি, আমার হৃদয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার ঝর্ণা বয়ে যেতে অনুভব করেছি। আমাকে আমার গাউসে পাক শেখ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইশকে রাসূলের সূধা পান করিয়েছেন, আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পান করিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার উপর এটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রতি, সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি, সকল পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি বিশেষ করে শোহাদায়ে কারবালা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি অশেষ ভালোবাসা রয়েছে। আল্লাহ পাকের রহমতে সৈয়দজাদাদের প্রতি সম্মান আমি আমার প্রতিটি শিরায় শিরায় অনুভব করি এবং আমি আশা করি যে, اِنْ شَآءَ الله যারা আমার মাধ্যমে গাউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুরীদ হবে, আত্তারী হবে اِنْ شَآءَ الله তারা কখনোই, কখনোই, কখনোই প্রিয় নবী আক্বায়ে মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, মওলা মুশকিল কোশা আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা, হাসানাইন করীমাইনসহ সকল পবিত্র আহলে বায়ত, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, এই মহা মনিষীদের বিরোধীতা করবে না বরং যারা অন্য কোনো শর্তাবলী সম্পন্ন শায়খের মুরীদ হবে এবং আমার সিলসিলায় তালিব হবে اِنْ شَآءَ الله তারা কখনো এই মহা মনিষীদের বিরোধী হবে না।

**(মাসিক ফয়যানে মদীনা, যিলক্বদ ১৪৩৯)**



www.dawateislami.net

# সৈয়দজাদাদের জন্য স্পেশাল বার্তা

কোন এক সময়ে কিছু সৈয়দজাদার পক্ষ থেকে কিছু সমস্যার বিষয়ে জানার পর তিনি কিছুটা এভাবে তাদেরকে প্রতিউত্তর পাঠিয়ে মনখুশি করেন:

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْکَرِیْم

সাগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه এর পক্ষ থেকে সৈয়দজাদাদের খেদমতে:

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکٰتُهٗ

আল্লাহ পাক আপনাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, সমস্যাও দূর করুন, কারবালা ওয়ালাদের সদকায় ধৈর্যও প্রদান করুন। আপনারা সত্যিই এমন পরীক্ষায় লিপ্ত আছেন যে, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِیْظ। আল্লাহ পাক আপনাদের সকলের উপর দয়া করুন এবং আপনাদের সবাইকে কারবালা ওয়ালাদের ধৈর্যের অংশ প্রদান করুন। আমিন। সাহস রাখুন! ধৈর্যধারন করুন! আল্লাহ পাক আপনাদের রুজি রোজগারেও বরকত দিন, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন। আম্বিয়ায়ে কিরামদেরও عَلَیْهِمُ السَّلَام সমস্যা এসেছে, আপনাদের নানাজান রহমতে আলামিয়ান صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপরও কঠিন পরীক্ষা এসেছিলো তখন হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ধৈর্যধারন করেছিলেন। কারবালা ওয়ালাদের উপর কিরূপ কঠিন পরীক্ষা এসেছিলো, তাঁরা ধৈর্যধারন করেছেন। আপনারাও ধৈর্যধারন করুন। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ধৈর্য ও সাহস দিন, আপনাদের সকলকে বিনা হিসেব ক্ষমা করুন এবং আপনাদের সবার সদকায় আমি গুনাহগারকেও বিনা হিসেবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করুন। আপনাদের নানাজান صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী আপনাদের



www.dawateislami.net

সবাইকেও এবং আপনাদের সবার সদকায় আমাকেও নসীব করুন। صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## মারকাযী মজলিশে শূরায় সৈয়দ সাহেব

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরায় (Central Executive Body) সৈয়দ সাহেবের ফয়যানও রয়েছে। অতএব জুন ২০২৪ পর্যন্ত মারকাযী মজলিশে শূরায় তিনজন শূরা সদস্য "সৈয়দ সাহেব"ও রয়েছেন। (১) আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ লুকমান শাহ আত্তারী (করাচি)। (২) আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম শাহ আত্তারী (করাচি)। (৩) আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ আরিফ আলী শাহ আত্তারী (মহারাষ্ট্র, ভারত)।

## আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার একটি অনন্য উদাহরণ

আমীরে আহলে সুন্নাতের বিশেষ সহকারী যিনি প্রায় সর্বদা তাঁর সাথেই থাকেন, তার নাম মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক নামের সম্পর্কানুসারে "আলী"। আর তার ছেলেও আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথেই থাকে, তার নাম "হাসান রযা"। তিনি বলেন: "হাসান নামের উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ" তিনি রাসূলের নাতি, ফাতিমার কলিজার টুকরো। বাচ্চা তো বাচ্চাই হয়ে থাকে, কখনো দুষ্টুমি করে তো কখনো না করার কাজও করে, তাই আমি এই বাচ্চার নামের সাথে এমন কোনো কাজের উল্লেখ করাকে পছন্দ করি না। এই আদবের কারণে আমি সাধারণত কথাবার্তায় তাকে "মিঠু" নামে ডাকি।

**(মাদানী মুযাকারা, ৯ জুন ২০২৪)**



www.dawateislami.net

এই ধরনটিতে আমাদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যে, যখন কারো নাম কোন মর্যাদাবান মনিষীর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায় তখন সেই নামের আদব ও সম্মান করা উচিত। দূর্ভাগারাই এই সম্পর্কযুক্ত নামের ব্যাপারে অনুপযুক্ত কথা বলে থাকে।

মাহফুয সদা রাখনা শাহা বে আদবো সে
অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কভী কোয়ি বে আদবী হো

## প্রেম ও ভালোবাসা পূর্ণ বিষয়

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! "مَنْ عَامَلَنَا رَبِحَ অনুবাদ: যে আমাদের (অর্থাৎ রাসূলের বংশধর) সাথে ভালো ব্যবহার করে, লাভবান হয়।" এর মতোই যারা সৈয়দজাদাদের সাথে সদাচরণ এবং আদব ও সম্মান করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হয়। যেই সংগঠনের সর্বপ্রথম মাদানী মারকাযের উদ্বোধন রাসূলের বংশধরের মুবারক হাতে হয়, যেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার সৈয়দজাদাদের প্রতি অসীম ভালোবাসার এমন ধরণ হয় এবং যেই সংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারীতে সৈয়দজাদা রয়েছে, দেশ বিদেশে অনেক সৈয়দজাদা বিভিন্ন মজলিশ ও বিভাগ পরিচালনা করছেন বরং অনেক দেশে দ্বীনি কাজ করা এবং সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রচারের মহান দায়িত্ব "সৈয়দ সাহেবদের" নিকটই হয়।

একটু নয় ভালোভাবেই ভাবুন! তাহলে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের ঐ দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী এই সৈয়দ সাহেবদের দোয়ায় কেনোই বা উন্নতি করবে না? কেনোই বা এই সংগঠনের মদীনার পাখা গজাবে না আর কেনোই বা এই সৈয়দদের



www.dawateislami.net

নানাজান রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের বার্তা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে প্রসারিত হতে দেখা যাবে না। আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর নাতের কিতাব "ওয়াসায়িলে ফেরদৌস" এ লিখছেন:

ইয়া ইলাহি! শুকরিয়া আত্তার কো তু নে কিয়া
শে'র গো, মিদহাত সারা আসহাব ও আহলে বাইত কা

**(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, পৃষ্ঠা ৩৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# প্রিয় রাসূল ﷺ এর যিয়ারতের উত্তম ব্যবস্থাপত্র

হযরত শায়খ আবুল মাওয়াহিব শাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করতে চায়, তার উচিত দিন হোক বা রাত, অধিক পরিমাণে যিকির (দরূদ পাঠ) করতে থাকা এবং সৈয়দজাদা ও আউলিয়ায়ে কিরামের মুহাব্বত রাখা। না হয় স্বপ্ন যোগে (যিয়ারত লাভের) দরজা তার জন্য বন্ধ। কেননা, এই হযরতগণ (সৈয়দজাদা ও বুযুর্গগণ) সমস্ত লোকদের সর্দার। তাঁরা যার উপর অসন্তুষ্ট আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

(আফযালুল সালাওয়াতি আলা সাইয়্যিদিস সাদাত, ১২৭ পৃষ্ঠা)

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর নাতের কিতাব ওয়াসায়িলে বখশিশে লিখেন:

হুক্বে সাদাত আয় খোদা দে ওয়াসেতা,
আহলে বাইত পাক কা ফরিয়াদ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)


## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

**হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬**

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

**E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net**